দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JUL. 1 9 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

সার্টিফিকেট কেলেঙ্কারি ॥ চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে আরও প্রায় ৮শ' জালিয়াতির ঘটনা ফাঁস

তৌহিদ ইবনে ফরিদ, *চবি থেকে*

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের' চাঞ্চল্যকর সার্টিফিকেট কেলেঙ্কারিতে নতুন করে আরও প্রায় পৌনে ৮শ' ফল জালিয়াতির ঘটনা ধরা পড়েছে। তদন্তাধীনে রয়েছে শতাধিক জালিয়াতির ঘটনা। প্রতিদিন বেরিয়ে আসছে নতুন নতুন অনিয়মের খবর। খবর দায়িত্বশীল সূত্রের।

সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট জালিয়াতির ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটি দীর্ঘদিন তদন্তের পর উক্ত সংখ্যক জালিয়াতির ঘটনা উদ্‌ঘাটন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ এমএ সালেহকে আহ্বায়ক করে গঠিত তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি ইতোমধ্যে রিপোর্ট পেশ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী সিন্ডিকেট সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট মতে, ১৯৮৩

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

সার্টিফিকেট কেলেঙ্কারি

(প্রথম পাতার পর)

থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৬৫৫ জনের সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার ফলে নানা অনিয়ম ধরা পড়েছে। একই ধরনের অনিয়ম ধরা পড়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৮৩ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বর্ষের এলএলবি পরীক্ষায় ১১১ জন ছাত্রের ফলে। এ ছাড়া ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৫ সালের পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বরসহ টেবুলেশন শীট সরবরাহে ব্যর্থ হওয়ায় উক্ত তিন বছরের ফল যাচাই করা সম্ভব হয়নি বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। সূত্র মতে, এসব জালিয়াতির ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ও মার্কশীট কেলেঙ্কারি চক্রটি ৮/১০ রকমের অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে। এর মধ্যে ফেলকে পাস, তৃতীয় শ্রেণীকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীতকরন এবং টেবুলেশণ শীট ও রেজাল্ট শীটের মধ্যে তথ্য গরমিল উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখ্য, এর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে জালিয়াতির অভিযোগে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীর মার্কশীট ও সার্টিফিকেটসহ ফল বাতিল করা হয়। একই সাথে চলতি বছর বেশ ক'জন ছাত্রছাত্রীকে বিশেষ সাবসিডিয়ারি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৯৯৪ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জিএম লতিফ খানকে বহিষ্কারসহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়। অপর একটি তদন্ত কমিটির সুপারিশে এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পর্যায়ক্রমে অন্যত্র বদলির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সিন্ডিকেট। অথচ দীর্ঘ কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও কয়েকজন ছাড়া বাকি সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরে বহাল তবিয়তে আছেন বলে সূত্র জানায়। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অন্যান্য দফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে ক্ষোভের অন্ত নেই। সার্টিফিকেট কেলেঙ্কারি চক্রটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরে বহাল তবিয়তে থেকে জালিয়াতি কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।